প্রথম আলো

তারিখ ...12 JAN. 2009...
পৃষ্ঠা ...২... কলাম ...২...

সম্পাদকীয়

প্রথম আলো
সোমবার, ১২ জানুয়ারি ২০০৯
editorial@prothom-alo.info

১২

প্রচেষ্টার ১০ বছর

শিক্ষাঙ্গনে সংঘর্ষ

সন্ত্রাসীদের দল থেকে বহিষ্কার করুন

বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে আওয়ামী লীগের জয়লাভের পর কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি ও সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কাটি যে একেবারে অমূলক ছিল না, ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীরাই সেটা প্রমাণ করছে। শনিবার রাত সাড়ে ১০টায় ঢাকা কলেজে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে অন্তত পাঁচজন আহত হয়েছেন। দুটি হলের দখল ও আধিপত্য বিস্তারের জন্য এ সংঘর্ষ। সে রাতেই ছাত্রলীগ ও ছাত্রশিবিরের কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের কারণে খুলনা মেডিকেল কলেজ বন্ধ হয়ে গেছে। এর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি হলে সংঘর্ষ হয়েছে, প্রাধ্যক্ষ লাঞ্ছিত হয়েছেন। রাজশাহীতেও সংঘর্ষ হয়েছে। ঘটনাগুলো শুধু নিন্দনীয় বললে কমই বলা হবে। কারণ শিক্ষাঙ্গনে সংঘর্ষ অগণিত ছাত্রছাত্রীর ওপর সেশনজটের দুর্বিষহ বোঝা চাপিয়ে দেয়। শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করে। দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর ভাবমূর্তি বিশ্ব পরিসরে আরও এক ধাপ নিচে নেমে যায়।

এখন সদ্য ক্ষমতা গ্রহণকারী আওয়ামী লীগকে চিন্তা করতে হবে, এই নেতিবাচক ভাবমূর্তির বোঝা তারা আর কত দিন নীরবে বয়ে বেড়াবে। প্রধানমন্ত্রী যে সংঘর্ষ বন্ধের নির্দেশ দিচ্ছেন সেটা যথেষ্ট কি না, তা বিবেচনার দাবি রাখে। কারণ তাঁর কথায় তো কেউ কান দিচ্ছে না। দিনে দিনে সংঘর্ষের ঘটনা বেড়েই চলেছে। সংঘর্ষের জন্য দায়ীদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার যে কথা বলা হয়েছে, সেটা তো দেশের আইনেই আছে। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়াই তো পুলিশের কাজ। এ কাজের জন্য মন্ত্রীদের নতুন করে আদেশ দিতে হবে কেন? তার পরও দেখা যাচ্ছে উল্লেখযোগ্য কাউকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না। এতে দলীয় নেতা-কর্মীরা এক ধরনের মৌন সম্মতি পেয়ে যাচ্ছে। এই ধারা চলতে থাকলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে। এখনই এর প্রতিকারে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। সরকারি দল যদি এসব থামাতে চায়, তাহলে শুধু মুখের কথায় দায়িত্ব শেষ করলে চলবে না। একদিকে যেমন পুলিশকে সক্রিয় হতে হবে, অন্যদিকে তেমনি দলগতভাবে দায়ী নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।

এ ক্ষেত্রে একটি কঠিন পদক্ষেপ নির্দ্বিধায় গ্রহণ করা প্রয়োজন। যেসব নেতা-কর্মী শিক্ষাঙ্গনে সংঘর্ষ ছড়াচ্ছে, তাদের দল থেকে বের করে দিতে হবে। নীতিটি হবে, যেখানে সংঘাত সেখানেই দায়ী নেতা-কর্মীদের দল থেকে বহিষ্কার। এর দুটি তাৎক্ষণিক ফল পাওয়া যাবে। প্রথমত, দলের সন্ত্রাসীরা বুঝবে যে মারধর করে পার পাওয়া যাবে না। দ্বিতীয়ত, পুলিশও নির্ভয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ পাবে। এ মুহূর্তে সরকারের পক্ষ থেকে দলীয় সন্ত্রাসীদের লালকার্ড দেখানো জরুরি হয়ে উঠেছে।

শিক্ষাঙ্গনে দলীয় আধিপত্য বিস্তারের আসল উদ্দেশ্য হলো স্থানীয় ব্যবসায়ী ও ঠিকাদারদের ওপর চড়াও হওয়া এবং চাঁদাবাজি চালানোর গোষ্ঠীগত ক্ষমতা নিরঙ্কুশ করার একটি রাস্তা তৈরি করে রাখা। যেকোনো মূল্যে এই অপচেষ্টা রুখতে হবে। এখনই সব সন্ত্রাসীর কাছে এই সংকেত পাঠানো হোক যে চাঁদাবাজি-দখলবাজির কোনো স্থান নেই। সকালটা দেখেই যেন মানুষ সুন্দর একটি দিনের ব্যাপারে আশাবাদী হতে পারে। নতুন সরকারের জন্য বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ।